তারিখ ০9-MAR-2015
পৃষ্ঠা

সমকাল

উদ্বোধন হলেও কার্যক্রম নেই

■ পাবনা অফিস

নামেই পাবনা মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতাল: কিন্তু বাস্তবে নেই হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ এবং ছাত্রছাত্রীদের জন্য হোস্টেল ও শিক্ষক ডরমিটরি। আড়াইশ' শয্যার পাবনা জেনারেল হাসপাতালে চলে মেডিকেল কলেজের হাতে-কলমে চিকিৎসা কার্যক্রম। অর্ধশত বছরের পুরনো পাবনা মানসিক হাসপাতালে চলে ক্লাস এবং ছাত্রছাত্রীদের থাকা-খাওয়া ও পড়ার ব্যবস্থা। গত বছরের ২ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ ভবন উদ্বোধন করলেও আজও কার্যক্রম চালু হয়নি। ফলে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-কর্মচারীদের ভোগান্তির শেষ নেই।

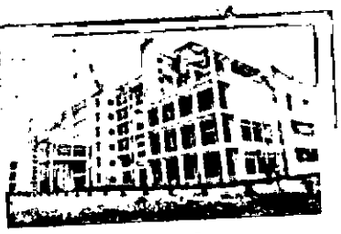

সমস্যা নিয়ে পাবনা মেডিকেল কলেজ শিক্ষার্থীরা শঙ্কিত হলেও তাদের দেখার কেউ নেই। শিক্ষক সংকট চরমে। নেই নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা। প্রতিষ্ঠানটিতে 'প্যাথলজি এবং মাইক্রোবায়োলজি ডিপার্টমেন্টের কোনো শিক্ষক নেই।' অন্যান্য বিভাগেও শিক্ষক সংখ্যা অতি নগণ্য: অ্যানাটমি বিভাগে শিক্ষক মাত্র ১ জন, লেকচারার ১ জন: ফিজিওলজিতে শিক্ষক ১ জন, কোন লেকচারার নেই: বায়োকেমিস্ট্রিতে শিক্ষক ২ জন: ফার্মাকোলজিতে ২ জন শিক্ষক ও ১ জন লেকচারার: কমিউনিটি মেডিসিনে ২ জন শিক্ষক রয়েছেন। এ ছাড়াও ক্লিনিক্যাল বিষয়গুলোতেও শিক্ষক নেই বললেই চলে। অনেক সময় সদর হাসপাতালের অনেক চিকিৎসক কলেজের বিভিন্ন ক্লাস ও পরীক্ষা নিচ্ছেন। পাবনা মেডিকেল কলেজের বয়স ৭ বছর হলেও নিজস্ব হাসপাতালের কাজ এখনও শুরু হয়নি। এ অবস্থায় ২৫০ শয্যার পাবনা সদর হাসপাতালকে পামেক হাসপাতাল হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু সেখানে চিকিৎসাবিজ্ঞানের সব বিভাগ খোলা নেই। এতে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে। এ ছাড়া সেখানে একটি ব্যাচ ইন্টার্ন চিকিৎসক হিসেবে পদার্পণ করতে যাচ্ছে: কিন্তু তাদের জন্য আলাদা কোনো রুমের ব্যবস্থা নেই। হাসপাতালের শিক্ষকরা যথেষ্ট আন্তরিক হলেও তারা কলেজ প্রশাসনের কাছ থেকে সেভাবে সাহায্য পাচ্ছেন না বলেও রয়েছে অভিযোগ। বর্তমান মানসিক হাসপাতালের পরিত্যক্ত হোস্টেলগুলোতে প্রায় ২৬০ শিক্ষার্থী বসবাস করলেও সেগুলোর অবস্থা করুণ। সেখানে নেই পানির ব্যবস্থা, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাও অত্যন্ত নাজুক। মাঝে মধ্যে তীব্র দুর্গন্ধে সেখানকার বাতাস ভারি হয়ে আসে। এ অবস্থায় শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া চরম ঝুঁকির মুখে পড়েছে। এদিকে হোস্টেলের ডাইনিংয়ের অবস্থা আরও খারাপ এবং অস্বাস্থ্যকর। মোট কর্মচারীর সংখ্যা মাত্র ৪ জন। তাও আবার পাবনা মানসিক হাসপাতাল থেকে ধার করা। কলেজের জন্মলগ্ন থেকে এ পর্যন্ত কোনো কর্মচারী নিয়োগ করা হয়নি। এ অবস্থায় কলেজের চেয়ার-টেবিল টানাটানি থেকে শুরু করে অনেক কাজই ছাত্রদের, এমনকি শিক্ষকদেরও করতে হচ্ছে। কলেজের মূল্যবান বাতিসহ অত্যাধুনিক পানির ট্যাপ চুরি হয়ে গেছে এবং আরও কোটি কোটি টাকার সম্পদ অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। ফলে কলেজটি অত্যন্ত ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে: এ ছাড়াও ছাত্র ও ছাত্রী হোস্টেলে কোনো নিরাপত্তাকর্মী না থাকায় ছাত্রছাত্রীদের নগদ টাকা, স্মার্টফোন, ১টি সাইকেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্য চুরি হয়ে যাচ্ছে এবং মেয়েরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

এ ছাড়াও পাবনা মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালের মধ্যে দুরত্ব প্রায় সাড়ে ৯ কিলোমিটার হলেও কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য কোনো নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা নেই। তাই প্রতিদিন ভাড়া বাসে করে এবং সন্ধ্যায় নিজ খরচে শিক্ষার্থীদের অটোতে করে হাসপাতাল যাতায়াত একদিকে যেমন ব্যয়বহুল, অন্যদিকে ঝুঁকিপূর্ণও। কলেজের একটি লাইব্রেরি রুম থাকলেও তা প্রায় কখনোই খোলা হয় না। সেখানে নেই তেমন কোনো বই। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির এ যুগে কলেজের নেই কোনো নিজস্ব ওয়েবসাইট এবং ওয়াইফাই কানেকশন। এতে করে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকরা বিশ্বের অত্যাধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে ব্যর্থ হচ্ছেন। এ ব্যাপারে পাবনা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর রিয়াজুল হক রেজা বলেন, বিষয়গুলো মন্ত্রণালয়সহ যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যে মন্ত্রী কলেজ পরিদর্শন করেছেন এবং বেশকিছু সমস্যার সমাধানও করেছেন।

পাবনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

শোভাযাত্রা | 'পুলিশই জনতা, জনতাই পুলিশ'– এই স্লোগান সামনে নিয়ে টাঙ্গাইল জেলা কমিউনিটি পুলিশিং কমিটির আয়োজনে শহরে সচেতনতা শোভাযাত্রা রোববার নিরালার মোড় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ থেকে বের হয় ■ স